ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৩৪২
আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রাজ্য অতিথিশালায় এআরডিডি, মৎস্য ও তপশিলি
জাতি কল্যাণ দপ্তরের জেলা স্তরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

রাজ্য অতিথিশালায় আজ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য এবং তফসিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের পশ্চিম জেলা স্তরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তপশিলিজাতি কল্যাণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়ণ সংক্রান্ত সমস্যা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং উপভোক্তাদের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিধায়ক মিনা রানী সরকার ও অন্তরা সরকার দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, বিএসসি চেয়ারম্যান, নগর পঞ্চায়েত ও পুরপরিষদগুলির চেয়ারপার্সন সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনা সভায় মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের কাছে এই তিনটি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সঠিক ভাবে পৌছে দিতে হবে। পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা এবং প্রাণীপালকদের কাছে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পৌছে দিয়ে তাদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। দপ্তরগুলির কাজের মধ্যে আরও সমন্বয় গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

পর্যালোচনা সভায় মৎস্য দপ্তরের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে ২১,২৪৮ জন ফিশ ফার্মার এবং ৩,০৫৫ জন মৎস্যচাষি সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। মৎস্যচাষের আওতাধীন জলাশয়ের পরিমাণ ২,৭০৪.১২ একর এবং মোট উৎপাদন হয়েছে ৭,৮৩০.৯৬ মেট্রিক টন, যা এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। স্থানীয় মৎস্যচাষিদের উৎপাদিত মাছ বাজারজাতকরণের সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, উন্নতমানের পোনা সরবরাহ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ সম্প্রসারণের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আলোচনায় জানানো হয় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যে মোট ৪৫,৮০০,৩১১.২২ কেজি দুধ, ৪০,৯১৯,৯০৭টি ডিম এবং ১২,৩৯৬,৫৫২.৭৭ কেজি মাংস উৎপাদিত হয়েছে।

তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনায় পিএম জেএওয়াই, আদর্শ গ্রাম প্রকল্প, এসসি বোর্ডিং হাউজ এবং ড. বি আর আম্বেদকর প্রকল্প সহ বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি তপশিলিজাতি ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ সংক্রান্ত বিষয়েও পর্যালোচনা হয় এবং ব্লক স্তরে প্রকল্পগুলির প্রচার আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। এছাড়াও উপস্থিত জনপ্রতিনিধিগণ দপ্তরগুলির কাজকর্ম আরও জনমুখী ও ফলপ্রসূ করতে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ দেন।

******